ছয় দফা

মুখবন্ধ

একটি রাষ্ট্রের উন্নতি, অগ্রগতি, সংগতি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে উহার আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর। সেই শক্তির উৎস সন্তুষ্ট জনচিত্ত। আঠারো বছর পূর্বে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও ইহার রাষ্ট্রীয় কাঠামো গণসমর্থনের মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে নাই। পাকিস্তানের মূল ভিত্তি ১৯৪০ সালের যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল পরবর্তীকালে ঐ মূল ভিত্তি হইতে বিচ্যুতিই এই অবস্থার আসল কারণ। এই বিচ্যুতি ঘটাইবার মূলে ছিল একটি কায়েমি স্বার্থবাদী শোষক দলের স্বার্থান্বেষী কারসাজি। ইহারা ইসলাম ও মুসলিমের নামে সারা পাকিস্তানের গোটা সমাজকে শোষণ করিয়া নিঃশেষ করিতেছে; অপরদিকে পাকিস্তানের ভৌগলিক অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই বিশেষ মহলই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের নামে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় গড়িয়া পূর্ব পাকিস্তানে অবাধ শোষণ চালাইয়া যাইতেছে। ফলে একদিকে পূর্ব পাকিস্তানি জনসাধারণ সর্বহারায় পরিণত হইতেছে, অপরদিকে জুলুমের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিবাদ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝি ও তিক্ততার সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে অবাধ শোষণ চালাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ মহল ঐক্য ও সংগতির জিগির তুলিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। বিগত আঠারো বছর ব্যাপী আবেদন-নিবেদন ও আন্দোলনের মাধ্যমে উক্ত মহলকে বোধগম্য কারণেই বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করিতে সম্মত করান সম্ভব হয় নাই। বরং নানারূপ সূক্ষ্ম কৌশলে ইহারা উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বৈরীভাব সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া চলিয়াছে।

সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে দেশের প্রকৃত অবস্থা, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানিদের নাজুক অবস্থা, সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে এবং দেশের সংগতি, নিরাপত্তা ও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সবল কেন্দ্রীয় শক্তির কার্যকারিতার শ্লোগানীরূপের অসারতাও প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তানের কোনো মঙ্গলকামীকে, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার-বঞ্চিত অসহায় জনসাধারণকে, আর সস্তা বুলিতে ধোঁকা দেওয়া চলিবে না। তাঁহারা আজ দেশের প্রকৃত সংহতি, নিরাপত্তা, শক্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির সঠিক পন্থা নিরুপণ ও আশু বাস্তবায়নের দাবি করেন।

পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান সম্ভূত প্রশ্নে বিগত আঠারো বছরব্যাপী সঞ্চিত প্রজ্ঞা ও সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের শিক্ষার আলোকে বিচার করিলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ছয় দফা কর্মসূচি উপরে উল্লেখিত গণদাবির প্রশ্নে এক বাস্তব, সুষ্ঠু ও কার্যকরী

উত্তর। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই ছয়-দফা কর্মসূচির প্রতিফলন উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের ঈপ্সিত কল্যাণ, প্রকৃত সংগতি ও কার্যকরী নিরাপত্তা বিধান করিবে বলিয়া সকল বাস্তব চিন্তাশীল মহলের বিশ্বাস। এই কর্মসূচিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা প্রভৃতি অপরিহার্য মূল বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থার সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। এই ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বর্তমানে নাজুক পূর্ব পাকিস্তান সকল বিষয়ে সরল ও শক্তিশালী হইয়া সারা পাকিস্তানকেই অধিক শক্তিশালী ও সুসংহত করিবে এবং উভয় অঞ্চল সমতালে অগ্রসর হইয়া যে কোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করিতে সক্ষম হইবে।

শেখ সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচি প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে এক বিশেষ মহল সবিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানকে ভালোবাসেন এবং উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মঙ্গল ও নিরাপত্তা কামনা করে এমন কেহ এই কর্মসূচির পাইকারি নিরোধিতা করিতে পারেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তবে কায়েমি স্বার্থবাদী মহল ও তাহাদের অনুগতদের কথা আলাদা। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থনিহিত নাই এমন কোনো ভালো কর্মসূচিকে কখনো সমর্থন দিয়াছে তাহার নজির বিশ্ব ইতিহাসে নাই, বরং নিজ স্বার্থের পরিপন্থী হইলে ইহারা যে মরিয়া হইয়া উহার বিরোধিতা করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণ বর্তমান। তাই আমি শেখ সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সাধারণ মানবাধিকারে আস্থাবান সকল মহলের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই কর্মসূচির ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬% ভাগ অধিবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির সন্ধান পাইবেন এবং তাহাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে সুদৃঢ় তথা পাকিস্তানকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইবেন।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের কাছে আমার আরজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হইয়া তাহারা যেন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর জীবন-মরণ সমস্যাগুলো বাস্তবের আলোকে বিচার করিয়া দেখেন। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচি পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কোনো কর্মসূচি নহে। একজন সাধারণ পূর্ব পাকিস্তানির ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইগণও পাকিস্তানের উন্নতি, অগ্রগতি, সংগতি ও নিরাপত্তার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথাও ভাবেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে শক্তিশালী করিবার দাবি উঠিলে কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের মতো আতঙ্কিত না হইয়া যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তাহারা এই দাবির প্রতি সমর্থন দিবেন ইহাই স্বাভাবিক ও আমি ইহাই বিশ্বাস করি।

তাজউদ্দীন আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

ভারতের সাথে বিগত সতেরো দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নতুনভাবে চিন্তা করে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বাস্তব যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পই দেশকে এই অস্বাভাবিক জরুরি অবস্থাতেও চরম বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষা করেছে।

এই অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাকিস্তানের দুটি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশতেহারটির লক্ষ্য তাই। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমি দেশবাসী জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের আজিকার কর্ণধারদের কাছে নিম্নলিখিত ছয়-দফা কর্মসূচি পেশ করছি।

শেখ মুজিবুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

প্রস্তাব-১
শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি
দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের। আইন পরিষদের (Legislatures) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম। এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব-২
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে– যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩
মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে :

(ক) সমগ্র দেশের জন্যে দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব-৪
রাজস্ব কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সব রকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এক্তিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোই মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব-৬

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংগতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

ছয় দফা পুস্তিকার প্রকাশনা সূত্র : নূরুল ইসলাম কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে ১৫নং পুরানা পল্টন ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং সেগুনবাগান প্রেস, সেগুনবাগান, ঢাকা হইতে মুদ্রিত ১৭/২/৬৬, মূল্য: ২৫ পয়সা।